প্রথম আলো

তারিখ ... 10 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত তিনজনের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত এক নেতা ও দুই কর্মীর বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এক যুবক।

জানা গেছে, গত বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সন্দ্বীপ এলাকার জসীম উদ্দীন নামের এক যুবক তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে মীর মশাররফ হোসেন হলসংলগ্ন বোটানিক্যাল গার্ডেনের সামনে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত উপ-তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক আবদুর রহিম, ওই হলের ছাত্রলীগের কর্মী এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষার্থী রবিউল ইসলাম ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের কর্মী হাসান মোটরসাইকেলে করে তাঁদের সামনে আসেন। তাঁরা জসীমের নাম, পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কি না, জানতে চান। তখন জসীম নিজেকে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী বলে পরিচয় দেন। কিন্তু কোন হলে থাকেন জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এ সময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁকে হুমকি দিলে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নন বলে সে স্বীকার করেন। একপর্যায়ে তাঁরা জসীমকে মারধর করে তাঁর মুঠোফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেন এবং তাঁকে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

এ ঘটনা জসীম তাঁর পরিচিত ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকে জানান। তাঁরা জসীমের দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী ছাত্রলীগের ওই তিনজনকে খুঁজে বের করে তাঁর মুঠোফোন ও মানিব্যাগ উদ্ধার করে দেন। এ ঘটনার পরদিন, গতকাল দুপুরে জসীম ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পরামর্শে ওই তিন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন।

জসীম বলেন, 'আমরা দুজন ঘুরতে এসেছিলাম। কিন্তু তাঁরা (ছাত্রলীগের তিন নেতা-কর্মী) আমাকে ডেকে মারধর করে মোবাইল, মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেন।'

এ বিষয়ে আবদুর রহিম বলেন, 'ছেলেটি প্রথমে নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পরিচয় দেয়। কিন্তু পরে আবার সত্য স্বীকার করে। তখন আমরা ওকে দু-চারটা চড়-থাপড় দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিই। ছিনতাইয়ের কোনো ঘটনা ঘটেনি।